

অশনি-সংকেত ।

(উৎসর্গঃ- ১১ই সেপ্টেম্বরে নিউইয়র্কে নিরপরাধ নিহতদের প্রতি)

("ANOTHER THREE MILION" নামে নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল এন-এফ-বি -তে ২০০০ সালের ২রা জুলাই। কি করে যেন আমার কমপিউটারে অন্যান্য অনেক নিবন্ধের মত এটারও শুধু মুন্ডু-টাই রয়ে গেছে, ধড় হয়েছে অদৃশ্য। এ নিবন্ধটা পুনর্লিখিত, পরে কখনো সূত্রগুলো হুবহু তুলে দেব।)

*অপমানিত সে লক্ষ শহীদ, আজ এ অন্ধকারে,
ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে শুধু কেঁদে ফেরে দ্বারে দ্বারে।
এতিমের মত কেঁদে ফেরে তোর একাত্তরের গান,
কে ঘোচাবে এই ঘোর কলংক, জাতির এ অপমান?*

সেই কালনাগ। ঘাপটি মেরে, ওৎ পেতে চুপ করে বসে আছে।

দিন আসে, দিন যায়। আমরা সাধারণ মানুষেরা কাজ করে চলি নগরে প্রান্তরে অবিরাম। আমাদের নাকের ডগায় ঝুলে থাকে আশার “রসুন বুনেছি”। দুশ্চরিত্র নেতৃত্বের ভয়াবহ অবক্ষয়ের স্রোতে আমরা প্রাণপনে উজানে ছুটি উৎপাদনের সাফল্যের সাথেই, কিন্তু বার বার লাভের গুড় খেয়ে যায় দেশী-বিদেশী পিঁপড়ে। এবার কার পালা? এবার আরো একবার আমাদের আরো তিরিশ লক্ষ কংকালের অশ্রুস্রোত রক্তস্রোতের ওপর উদ্বাহ নৃত্য করবে কোন সে ভাগ্যবান শকুন? দেশী, না বিদেশী?

কুন্ডুলি পাকিয়ে চুপ করে বসে আছে সেই শতাব্দী-প্রাচীন বিশাল কালনাগ।

কি অসম্ভব সুন্দর তার মুখের কথা! কি মনোহরণ কর্ণশৈলী! আবেগকম্পিত দরাজ কর্ণে জীবনের সর্বতাপের শান্তি, জীবনের সব সমস্যার আশু সমাধান। দেখতেও সে বড়ই সুন্দর। একেবারে হৃদয়হরণ। কি নূরাণী তার চেহারা, সুর্মা লাগানো কি মায়াময় আবেশ ভরা তার সন্মোহনী দুচোখ! সে চেহারায়, সে চোখে চোখ রাখলেই নিবিড় প্রশান্তি ছেয়ে আসে মানুষের চেতনায়, স্থবির হয়ে আসে মানুষের মন। মানুষ তা-ই দেখে, যা সে দেখায়। তা-ই শোনে এবং বোঝে, যা সে শোনায় এবং বোঝায়। কি মোহময় তার চলন বলন, সপ্তরঞ্জের কি অসম্ভব সুন্দর আশমানি কারুকাজ তার অঙ্গে অঙ্গে। মুগ্ধ হয়ে দেখবার মত।

অথচ সেই সুন্দর চোখের দৃষ্টিটা বড় বিষাক্ত। বিষাক্ত তার প্রতিটি নিঃশ্বাস। বিষাক্ত তার মগজের চিন্তা। এবং বিষাক্ত তার ছোবল। সেই ছোবলের ছোটবড় অনেক চিহ্ন লেগে রয়েছে তার মুখে। লেগে রয়েছে রক্ত। মুসলমানের রক্ত, অমুসলমানের রক্ত। পুরুষ ও মেয়েমানুষের, বৃদ্ধের, শিশুর

রক্ত। এবং রমণীর সন্মম। নিঃশব্দে তাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে মানুষের আত্ননাদ, এতিমের অশ্রু, সন্মম-হারা স্বামীহারা সন্তানহারা ধর্ষিতার, স্ত্রীর, মায়ের, বোনের গোঙ্গানী। ভ্রক্ষপ নেই কালনাগের। কারণ তার আলাদা একটা নিজস্ব হিসেব আছে, সে হিসেবের কড়ি খেয়ে যাবে এমন বাঘ জন্মেনি আজও। সেখানে স্থান নেই রক্তের, দাম নেই অশ্রুর।

শতাব্দীর শেষ মাথায় এসে এখন মাথায় তার কালবৈশাখীর ঝড়। রুদ্ধ আবেগে তার ঠোঁটে চেপে আছে ঠোঁট। নিঃশব্দে ফুলে ফুলে উঠছে তার সপ্তবর্ণের রঙ্গিন আঁশভরা প্রকাশ পেঁশীবহুল শরীর। ওই দেখা যায় তার আজীবন যুদ্ধের শেষ সীমান্ত। আর মাত্র একটা ছোবল বাকী। জীবনের প্রলয়ংকর সেই সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-ছোবলের জন্য তৈরী হচ্ছে সে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে তার দুচোখ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বিঁধিয়ে রেখেছে সে একটা মাত্র জিনিসের ওপর।

ঘড়ি। সময়।

অজস্র আন্তর্জাতিক অর্থ, অসংখ্য নিবেদিত প্রাণ ভক্ত, বিশাল এবং জটিল পরিকল্পনার বিশেষ মাহেন্দ্রক্ষণে চোখের পলকে সক্রিয় হয়ে উঠবে প্রকাশ প্রচন্ড কালনাগ। বিদ্যুতের মত এক পলকে গ্রাস করে নেবে তেরো কোটি মানুষকে তার কুন্ডুলীর ভেতর। সুবিশাল ফণার নীচে কুক্ষিগত করবে ছাপ্পানো হাজার বর্গমাইল। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই এক ঝটকায় অভভেদী শির উঁচু করে উঠে দাঁড়াবে মহা-বিজয়ী কালনাগ, মুক-বিস্ময়ে বোবা চেয়ে থাকবে সারা দেশ।

স্বপ্ন নয়। বাংলাদেশের ঈশাণ কোনে ছোট্ট একটা ঘন কালো মেঘ। আরো তিরিশ লক্ষ লাশের জন্ম দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা।

অনেক, অনেক অপেক্ষা করেছে কালনাগ। ষাট সত্তর আশী বছর কম কথা নয়, একটা মানুষের জীবন চলে যায় ওই সময়ে। চেষ্টা করেছে সে বার বার এবং বার বার, তার মানস-প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠা করতে। যে স্বপ্নের জন্ম সেই ১৯১৭ সালেই, যখন সুইডেনের ষ্টকহোমের আন্তর্জাতিক ছাত্র-সম্মেলনে দুজন ভারতীয় ছাত্রনেতা সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেছিলেন ভারতে মুসলমানদের জন্য আলাদা দেশ করার। তারা বোধহয় বুঝতেও পারেনি, সেই প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিল কালনাগ। তারপর ১৯২০ সালে আবদুল কাদের বিলগ্রামির একই প্রস্তাবে, ১৯২৪ সালে লালা লাজপৎ রায়ের একই প্রস্তাবে, ১৯৩০ / ১৯৪০ সালে এলাহাবাদ / লাহোর মুসলিম লীগের অধিবেশনে এই একই প্রস্তাবে ইতিহাস ধীরে ধীরে এগিয়ে গেছে পাকিস্তান নামের বেহেশ্তের দিকে, আনন্দে নেচে উঠেছে কালনাগ। এই তো সেই! মাটির পৃথিবীতে এই তো তার বেহেশ্তের চাবিকাঠি, তার শারিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন! ! এ স্বপ্ন প্রতিধ্বনিত হয়েছে মাহমুদাবাদের নবাবের উৎসাহে, কংগ্রেস নেতা কে এম মুন্সীর ঘোষণায়, সেই উনিশ'শো তিরিশ-চল্লিশ সালেই।

তারপর কেটে গেছে কত শত কাল, তবু যেন মনে হয় সেদিন সকাল। জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে এই একটা মাত্র স্বপ্নকে বুকে জড়িয়ে ধরে দুর্গম উদয়-অস্তাচলে পথ হেঁটেছে সে দীর্ঘ আশীটা বছর। এ জীবন রেখে লাভ কি, যদি স্বপ্ন-মোহিনীকে, তার মানস-কন্যাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসন উপহার না দিতে পারে সে? সে চেষ্টায় পূর্বপুরুষেরা তো বলেই গেছেন, সেই শিখ রাজা রণজিৎ সিং-এর সময়েই :-

আল্লা যদি করে ভাই, লাহোরে যাইব, হোথায় শিখের সাথে জেহাদ করিব।
বাঁচিলে হইব গাজী, মরিলে শহীদ, জানের বদলে জিন্দা রহিবে তৌহিদ।

শারিয়ার শাসন ভারতে নেই। কোনকালে ছিলও না। কিন্তু বিশ্বময় মুসলিম দেশগুলোতে শারিয়ার মধু-বন্ধন ছাড়া বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব সম্ভব নয়। যদিও শারিয়ার মাথায় ঠান্ডা পানি ঢেলে দিয়েছিলেন জিন্মা নিজেই, তবু সমস্ত দুরাশার একমাত্র আশা, সমস্ত অগতির একমাত্র গতি ঐ পাকিস্তান। সেখানে শারিয়া প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে সে তখন বন্ধপরিষ্কার, সেই উনিশ'শো সাতচল্লিশেই। সেজন্য সংসদে তার মেজরিটি চাই। আশায় বুক বেঁধে রাজনীতি-নির্বাচনের মাঠে নেমে পড়ল সে। পংকিল, ষড়যন্ত্রময় সুড়ঙ্গ-পথে ছিঁচকে চোরের মত এগুল সে। কিন্তু ততদিনে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের জটিল গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাচ্ছে পাকিস্তান। লিয়াকত আলী, চৌধুরী মুহম্মদ আলী, গোলাম মুহম্মদ, ইস্কান্দার মির্জা, আজিজ আহমদ, আয়ুব খানের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে পাকিস্তানের সর্বাঙ্গ। অমানুষিক শোষণে শোষণে ভেঙ্গে পড়ছে পূর্ব-পাকিস্তানের মেরুদণ্ড। এইসব উত্তাল ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গেল তার টাল মাটাল স্বপ্ন তরী। তারপর দোজখ বিদীর্ণ করে বিস্ফোরিত হল একাত্তর।

মরিয়া হয়ে উঠল কালনাগ। পাকিস্তান না থাকলে তার স্বপ্নের সাক্ষাৎ অপমৃত্যু। স্বপ্ন বাঁচাতে হবে। তার নিজেই তিরিশ লক্ষ ভাইবোনের কংকালের মূল্যে হলেও। তার নিজেই তিন লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের মূল্যে হলেও। হাজার জ্বলন্ত গ্রাম, কোটি উদ্বাস্তু, লক্ষ লক্ষ এতিমের অশ্রু মূল্যে হলেও। সেজন্য অতি বিশ্বস্ততার সাথে গণহত্যাকারী ধর্ষণকারী নাপাক বাহিনীর প্রভুভক্ত চাকরের কাজ করবে সে। ছোবলের পর অক্লান্ত ছোবল দিতে থাকবে স্বজাতির ওপর। আর তারপর একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বরে বিশ্ববাসী তাকে দেখবে বিবস্ত্র নতজানু, বাংলার দামাল রাজপুত্রের পায়ের ওপর। সমস্ত স্বজাতির ঘৃণার থুথু মুখে মেখে, সমস্ত বিশ্ববাসীর ঘৃণার কলংক মাথায় নিয়ে অন্ধকারে লুকোবে কালনাগ, সেই ১৯৭২ সালে।

তারপর?

দেশের সরকারগুলোর দুর্বলতা, অসাধুতা ও ব্যর্থতার সুযোগে রাজনীতির খিড়কি দরজা দিয়ে আবার ফিরে এসেছে সে। বারবার ব্যর্থতার পর এবার সে আহত বাঘের মত সতর্ক, অতি সতর্ক। ভ্রান্তিহীন হিসেবে একটার পর একটা দাবার চাল চলেছে সে চাণক্য-কৌশলে, সে চালের সুফলও এখন উঠে এসেছে তার ঘরে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শুধু গ্রহণযোগ্যতা-ই নয়, রাজনৈতিক ভারসাম্যের চাবিকাঠিও এখন তার হাতের মুঠোয়। সে চাবিকাঠির আসল চাবিকাঠি হল জনগণের ধর্মীয় অন্ধ আবেগ। সে আবেগ চিনে নিতে তার দেরী হয় নি। প্যাকেটের গায়ে “ইসলাম” লেখা থাকলে ভেতরের বিষ গিলতে রাজী এই জাত। মুখস্থ দুটো কলমার সাথে দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লা দেখলে পিতৃ-হত্যাকারীর, মাতৃ-ধর্ষণকারীর কিংবা ভগ্নী-ধর্ষণকারীর পায়ে চুমু খেতে রাজী এই জাত। এবং সেই হত্যাকারী-ধর্ষণকারীকে কাজে-কথায় হিংস্র সমর্থন দেবার মত তুখোড় বুদ্ধিজীবী তৈরী করতে পারঙ্গম এই জাত। অতএব মাঠে! অতএব নুতন জোসে আবার ইসলামের নামে সেই রাজনীতি-নির্বাচনের পুরোন নোংরা খেলা, বৃকের কন্দরে নিভুতে আবার সেই মানসীর মোহন হাতছানি। শারিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে। করতেই হবে। স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাতেই হবে তার স্বপ্ন-প্রতিমাকে, মানুষের লাশের মূল্যে হলেও।

কিন্তু - না! কোথায় যেন হিসেবে মারাত্মক একটা গোলমাল হয়ে গেছে। না হলে এতগুলো বছরের এত প্রাণান্ত চেষ্টায়ও সংসদে মেজরিটির ধারে কাছেও যাওয়া গেলনা কেন? একটা খুঁত, বড় রকমের একটা শুভংকরের ফাঁকি নিশ্চয়ই রয়ে গেছে কোথাও, সেজন্যই দুয়ে দুয়ে চার মিলছে না। ভালো করে সমস্ত হিসেবটা আবার সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কালনাগ। চিরকালের মেধাবী সে, ধীরে ধীরে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে এল তার চোখে। হ্যাঁ, হিসেবে কঠিন একটা ভুল ছিল তার, অদৃশ্য একটা গরমিল ছিল। তাই তো এতগুলো বছর সে শুধু দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়ে ফিরেছে। শুভংকরটা আছে এ জাতির মন-মানসের ভেতরেই।

জীবনের প্রতি পদে এ জাত তার কাছে আসবে ঠিকই। জন্মের আজান, মৃত্যুর জানাজা, কোরবানীর রছম, বিয়ের কলমা, আকিকার কলমা, সাফল্যের মিলাদের জন্য এ জাত বার বার তার দরজায় আসবে ঠিকই। কিন্তু ভোট দিয়ে সংসদে বিপুল সংখ্যায় কখনো পাঠাবে না। তার ধর্মীয় নেতৃত্ব এ জাত মেনে নেবে ঠিকই, কিন্তু তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব কখনো মেনে নেবে না। মানলে এতদিনে মানত, এত যুগের সংগ্রাম তার বৃথা যেত না। মওলানাকে রাষ্ট্রনায়কের ভূমিকায় দেখতে চায় না এই জাত। সামগ্রিক ভাবে ধর্মীয় সরকার সমর্থন করে না এই জাত, কোন কারণেই।

তাহলে? এত বছরের এত প্রাণান্ত প্রচেষ্টা কি বিফলে যাবে? একান্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ কি নেয়া যাবে না, চির-কলংকিত হয়ে থাকবে সে ইতিহাসের পাতায়? ক্রোধে ক্ষোভে মোচড় খেয়ে যায় তার বিশাল শরীরে, রক্তচোখে তাকায় সে এদিকে, ওদিকে, সবদিকে। তারপর তীব্র দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে থাকে পশ্চিমে, চমকে ওঠে সহসা - ঐ তো, ঐ তো পথ! সাফল্যের পথ, বেহেশ্তের পথ, দারুল ইসলামের পথ!!! কি আশ্চর্য্য! সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার মরীচিকার পেছনে, রাজনীতি-নির্বাচনের পেছনে উম্মাদের মত খামাখা-ই ছুটেছে সে জীবনের এতগুলো বছর!

ঐ যে আফগানিস্থান। জেহাদের অজস্র রক্তপথে গদীতে বসেছে গর্বিত তালেবান। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে ইসলামি হুকুমত, শারিয়া। কই, জীবনের আশীটা বছর ধরে তার মত দরবদর ঠোকর খেয়ে বেড়াতে হয়নি তো তালেবানকে! তার মত রাজনীতির জটিল গোলক ধাঁধায় ঘুরে মরতে হয়নি তো তালেবানকে! বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস, এ কথাটা অশিক্ষিত তালেবানেরা বুঝছে, অথচ সে বোঝেনি! এটাই তো পথ, একমাত্র পথ! ব্যালট না হলে বুলেট-ই সই, জীবনের মোক্ষ থেকে সে সরবে না তবু। আফগানিস্থানে যদি হতে পারে, বাংলাদেশে হতে পারবে না কেন?

আস্তে ধীরে অনেক হিসেব কষে অতি সতর্ক ভাবে কাজে নামল কালনাগ।

এখন দু'হাজার সাল। এটা ওটা অনেক ফালতুব্যাপার নিয়ে কামড়াকামড়ি করে চলেছে বাকী সবাই গত আঠাশ বছর ধরে। পাত্রে তেল রাখলে সেটা “তৈলাধার পাত্র” না কি “পাত্রাধার তৈল”, তাই নিয়ে বুদ্ধিজীবীরা অতি ব্যস্ত। জাতির পিতা, বাঙ্গালী-বাংলাদেশী, স্বাধীনতার নাচক-বাদক-ঘোষক-পোষক, একান্তরের শহীদের সংখ্যা, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে খুবই ব্যস্ত সবাই। কচু, আলু আর আদা মিলে “কুচাল্লাদা” শব্দটা শাস্ত্রসম্মত কি না, এ ধরনের মহা-গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে পণ্ডিতদের দের লড়াই চলেছে অবিরাম। এদিকে ঘুম নেই কালনাগের চোখে, বিশ্রাম নেই

বছরের পর বছর। বিনিদ্র একাত্র লেগে আছে সে তার স্বপ্নের পেছনে। এবং তার সুফলও পেয়েছে সে। কেউ টের পায়নি, ক্ষিপ্ৰহাতে অতি সঙ্গোপনে সে অনেক, অনেক এগিয়ে নিয়েছে তার মহা-পরিকল্পনা।

আন্তর্জাতিক বলয়ে আফগানিস্তানও একা থাকতে চায় না, তারও দরকার “ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ইসলামি রাষ্ট্র”-লাইনের মাসতুতো ভাই। তুরস্ক বহু আগেই হয়ে গেছে মুরতাদ। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বলে পৃথিবীতে কিছু আছে কি না, সম্ভবতঃ সেটা জানে-ই না মোল্লা ওমরের পাহাড়ী ক্যাবিনেট। আফ্রিকার মুসলমানেরা নিজেরাই না খেয়ে মরছে, তাছাড়া ওরা বেজায় কালো বলে দুনিয়ায় একটু অচ্ছুৎ-ও বটে, কাজেই ওরাও বাদ। আর মধ্যপ্রাচ্য? “গণতন্ত্র” শব্দটা শুনলেই মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-মহারাজাদের মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে (নাপিতের সবিশেষ সুবিধে হয়), কাজেই ওরা শুধু পয়সা দেয়া ছাড়া আর কিছু করবে না। শেষ ভরসা পাকিস্তান, এবং পাকিস্তানের বি-টীম হিসেবে বাংলাদেশ। পাকিস্তানি জাতটার বড় একটা অংশ এর মধ্যেই শতাধিক “জোশ-এ মুহম্মদ” জাতিয় সংগঠনের বাজনার তালে উদ্বাহু ধেড়েনৃত্য করছে। আর আশার কথা হল, বাংলাদেশে প্রচুর ভক্ত আছেন যারা সর্ব বিষয়ে পাকিস্তানী বেরাদরদের বি-টীম হতেই চিরকাল গর্ববোধ করেন। আমেরিকার কিছু শহরে তাঁরা ২৬শে মার্চ উদযাপন করেন না কারণ তাতে পাকিস্তানি বেরাদরেরা আবার মাইন্ড করতে পারেন। নিজেদের শহীদেরা চুলোয় যাক, পরদেশী বেরাদরদের কল্জে শীতল রাখতে হবে।

শুরু হয়ে গেল কালনাগের কর্মকান্ড। গর্বের সাথে দুনিয়ার সামনে মাথা উঁচু করে নয়, অত্যন্ত গোপনে, ছুঁচোর মত মাটির তলে তলে। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল আফগানিস্তানের সাথে ট্রেনিং-য়ের চুক্তি। দলে দলে ছুটল বাংলার “বিধৌত-মস্তক” অকুতোভয় যৌবন। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল অস্ত্র চোরাচালানের গোপন লাইন। হাতে বানানো ঠুস-ঠাস বোমা নয়, রীতিমত যুদ্ধাস্ত্র এনে তোলা হল চট্টগ্রামের গোপন গুদামে। অস্ত্র সহ দু’চারজন ধরা পড়ল বটে, কাগজে উঠলও তাদের জবানবন্দী, কিন্তু কেউ তা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাল না। প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাম-বাংলার নরম মাটিতে বিদেশী পয়সায় হাজার হাজার মাদ্রাসা। সেই অজস্র পয়সা কে দিয়ে যাচ্ছে, কি উদ্দেশ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাল না কোন সরকার। সরকারী পয়সা নেয়া হয়না বলে পদে পদে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এদিকে অসংখ্য সাধারণ মাদ্রাসা তো আছেই। শুরু হয়ে গেল রাজনৈতিক ইসলামের দীক্ষা কচি কচি মাথায় ঢোকানো, শুরু হল কচি রক্তের স্বাভাবিক “অ্যাডভেঞ্চরিজম্”-এর অপব্যবহার। যে কোন ধর্মের লোক স্বাভাবিক ভাবে শান্তিপূর্ণ জীবনই চায়। সেই স্বাভাবিক ধর্মপরায়ণতাকে, স্বাভাবিক শান্তি-পরায়ণতাকে সমূলে উৎখাত করে বাচ্চাগুলোর মাথায় ঢোকানো হল অস্ত্রের মারাত্মক নেশা, তাও আবার আল্লার নামে। বীজ বপন করা হল মাদ্রাসাগুলো থেকে হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ অস্ত্রধারী জেহাদী-সেনার, চোখের পলকে যারা অস্ত্র হাতে বন্যার মত নেমে পড়বে শহর-বন্দর-গ্রামের রাস্তায় রাস্তায়, কোনঠাসা করে দেবে বিস্মিত বিশ্বল পুরো জাতিকে। ফ্রান্সের, রাশিয়ার, চীনের বিপ্লবের মত।

স্বপ্ন নয়, গল্পও নয়, নিদারুণ হিসেবের কড়ি। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

এবার দেশের গণমানসের দিকে মন দিল কালনাগ। দেশবাসীকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে প্রথমই। ইসলামী জোশের বন্যায় ভাসিয়ে নিতে হবে দেশটাকে। ইস্যু চাই। একের পর এক ক্রমাগতঃ তাৎক্ষণিক ইস্যু চাই, কারণ কোন ইস্যু-ই বেশীদিন তাজা থাকেনা।

অস্থির হয়ে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে ইস্যু খুঁজে বেড়ায় কালনাগ। ভারত বিরোধী শ্লোগানটা চিরকালই কাজের। তাছাড়া দেশের ভেতরেও এখনই সময়। একের পর এক প্রতিটি সরকারের ব্যর্থতা এখন মানুষের কাছে স্পষ্ট। অসাধু দুশ্চরিত্র রাজনীতিকের দল, অসাধু দুশ্চরিত্র সরকার, ক্রমবর্ধমান সামাজিক-অর্থনৈতিক সন্ত্রাস, দুশ্চরিত্র আমলাতন্ত্র, ভগ্ন শিক্ষা ব্যবস্থা, সন্ত্রাসী পুলিশ-বাহিনী, পঙ্গু মূল্যবোধ, অসহ নারী-নির্যাতনের যাঁতাকলে জাতি বিপর্যস্ত। সর্বগ্রাসী একটা নিরাপত্তাহীনতা, একটা মানসিক অস্থিরতা বিরাজ করছে গণমানসে। একের পর এক ব্যর্থ সরকারের বিকল্প খুঁজতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সমাজের সচেতন শ্রেণী। নিরংকুশ শূন্যতা বিরাজ করছে গ্রহণযোগ্য নেতৃত্বের মাঠে। এই তো সময়! এখনি সুযোগ, মাঠ এখনই ফাঁকা।

ভারত ছাড়াও পাওয়া গেল ইস্যু। ময়মনসিংহের বাঁঝালো তসলিমা মেয়েটা একটা গরম ইস্যু চিরকাল। তার মাথার দাম ধরে মুরতাদ ঘোষণা করে মিটিং মিছিলে দেশ সয়লাব করে গণবিদারী হৈ চে তুলে সমস্ত জাতির রক্ত সফল ভাবে তুঙ্গে তুলে দিল উত্তপ্ত ইসলামী জোশে। ফারাক্কা-টাও কিছুদিন কাজে লাগল বেশ। তারপর এল “শিখা চিরন্তনী”। স্বাধীনতার বহিঃশিখার নাম “চিরন্তনী” দেয়া চলবে না, একমাত্র আল্লা চিরন্তন। একের পর এক চায়ের কাপে ঝড় তুলে ফেলল কালনাগ। এরপর পাওয়া গেল আরেক বাহানা। সবার চেয়ে ছোট, ছোটের চেয়েও ছোট, তেরো কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজার লোক। এতই ছোট যে এতদিন ওরা আছে বলেই জানা যায় নি। সেই একান্ত নিরীহ, শান্তিপ্ৰিয় আহমদি-গুলোর ওপরে বাঁপিয়ে পড়ল কালনাগ, মরণপঁ্যাচে পেঁচিয়ে ধরল তাদের। জুমার নামাজের মোক্ষম সময়ে বোমা ফাটল তাদের মসজিদে, আঘাত এল এখানে ওখানে সবখানে, দিনের পর দিন। রক্তাক্ত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল নিরীহ মানুষগুলো কালনাগের ইসলামী জোসে। মুখে তখন তার সাফল্যের পরিতৃপ্ত হাসি। হ্যাঁ, একেবারে ঠিকমত এগোচ্ছে তার হিসেব। এদিকে তার বৈপ্লবিক “জাগো মুজাহিদ” পত্রিকার সফল সংগোপন প্রচার চলেছে প্রধানতঃ সামরিক বাহিনীর ভেতরে, যাতে ঠিক সময়ে বাহিনীটা বেশী নড়াচড়া না করে অন্ততঃ চূপচাপ থাকে। কেউ জানেনা, সে বাহিনীতেও বিভিন্ন পর্যায়ে সাফল্যের সাথে গড়ে তোলা গেছে প্রচুর বিশ্বস্ত অনুচরের দল (সামরিক বাহিনীর সদস্যের ভাষ্য)। “আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান”- শ্লোগানটা বার বার মানুষের কানে ঢালা দরকার ছিল, যাতে গলাকাটার ব্যাপারটা মানুষের একেবারে “হঠাৎ” মনে না হয়। সে কাজটাও হয়ে গেছে, বিপ্লবী মিছিলে সেটা বার বার বলা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সে কথাটা “আমরা সবাই রাজাকার, মুক্তির দেশ ছাড়”-এ পরিণত হয়েছে। এখন একাত্তরের কথা বললেই “ইসলামের শত্রু” বলার পালা এসেছে। সে কাজে বেশ কিছু সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক ফেউ-রাজাকার তৈরী করা গেছে, তারা কাজও করছে তুখোড়। ঠিকমত এগিয়ে চলেছে কালনাগের চাণক্য-চাল।

মাঝে মাঝে দু’একটা বেতাল হয় বৈ কি। জঙ্গলের ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেয় দুরন্ত বালক, কাগজে উঠে যায় গোপন অস্ত্র-শিক্ষার কথা। প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন বেড়াতে এসে তাঁর ঘোরাফেরার কড়চা বদলে ফেলেন, নিরাপত্তার ব্যাপার। বাংলাদেশে তাঁর নিরাপত্তায় কে ছোবল দিতে পারে এক কালনাগ ছাড়া? জাতিসংঘ (?) থেকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে চিঠি আসে, বিন লাদেনের কাঁচা টাকা ঘোরাঘুরি করছে তোমার দেশে, খবর নাও। বিন লাদেন কাকে টাকা দেবে, তাকে ছাড়া? কেন দেবে, বাংলাদেশে কালনাগের বিষাক্ত ছোবলের প্রতিশ্রুতি ছাড়া?

সবই হিসেবের ব্যাপার, সতর্ক হিসেবের ব্যাপার। এবং সে হিসেবের সতর্ক প্রয়োগের ব্যাপার।
হিসেবগুলো দেখা যাক এবার।

- ১। পাঁচ হাজার আর্থিক-স্বাবলম্বী মাদ্রাসা,
- ২। দেশের অন্যান্য অগুস্তি মাদ্রাসায় বাচ্চাদের রাজনৈতিক-সামরিক উস্কানীমূলক শিক্ষাদান,
- ৩। দলে দলে সুদুর আফগানিস্থানে গিয়ে অস্ত্র শিক্ষা করা, যুদ্ধ করা,
- ৪। দেশের ভেতরে গোপনে যুদ্ধাস্ত্র আমদানী,
- ৫। সীমান্তে মাঝে মাঝেই অস্ত্র-বহনকারীদের গ্রেপ্তার এবং তাদের জবানবন্দীতে আফগানিস্থানের উল্লেখ,
- ৬। দেশের গহন কন্দরে তরুণদের অস্ত্র-শিক্ষা,
- ৭। দেশে বুদ্ধিজীবী-লেখক-শিল্পী মহলে অজস্র ফেউ-রাজাকার তৈরী,
- ৮। তুচ্ছ বাহানায় মানুষের রক্তের মূল্যে ইসলামী জোশ চালু রাখার কৌশল,
- ৯। অতি উত্তপ্ত “জাগো মুজাহিদ” (অধুনালুপ্ত?) জেহাদী পত্রিকার প্রচার,
- ১০। ইনকিলাব-জাতীয় পত্রিকার ক্রমাগত পানি ঘোলা করা
- ১১। বাংলাদেশে বিন লাদেনের অর্থ-চালাচালি,
- ১২। তার অপছায়ায় ক্রিস্টনের ভ্রমণে পরিবর্তন, এবং সবশেষে
- ১৩। “শারিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের রাজনীতির বিকল্প পরিকল্পনা আছে” - মওলানা আব্বাস, “দেশের জন্য আমাদের সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য আছে”- নিজামী।

ওপরের অশুভ তেরোটা খন্ডচিত্রের প্রমাণ পরে দিচ্ছি। ওগুলো একসাথে করলে কি চিত্র দাঁড়ায়?
দেবদাস-পারলর, শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মীর মিষ্টি রোম্যান্স?

না কি ভবিষ্যতের ভয়াবহ অশনি সংকেত?

ফতেমোল্লা

fatemolla@hotmail.com

৫ সেপ্টেম্বর, ৩০ মুক্তিসন (২০০২)।

বর্গসফটে লিখিত ॥